172775 - ইসলাম সকল নবীর ধর্ম

প্রশ্ন

ইসলাম এর আচার-অনুষ্ঠান ও মূল্যবোধে এক মহান ধর্ম। কিন্তু এটি সর্বশেষে প্রকাশ পাওয়া ধর্ম। আমার প্রশ্ন হলো: কেন আদম আলাইহিস সালামের সময় থেকে তথা শুরু থেকেই এই ধর্মের প্রকাশ ঘটল না? সে সময়ে কি নামায বা অনুরূপ কিছু ছিল যা ত্যাগ করলে মানুষ শাস্তি পেত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এই প্রশ্ন এমন ব্যক্তির মনে আসতে পারে যে মনে করে ইসলাম ধর্ম পূর্ববর্তী আসমানী বাণীসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন। ইহুদি-খ্রিষ্টানরা এ ধরণের কথা প্রচার-প্রসারের চেষ্টা করছে। তবে কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যসমূহ নিশ্চিত করে যে ইসলাম পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের পূর্ণতা দানকারী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পূর্ববর্তী নবীরা যা নিয়ে এসেছেন তা সবই একই উৎস থেকে উৎসারিত। সেটি হচ্ছে ইলাহি ওহী, যা মানবতার মাঝে হেদায়াত ও সৌভাগ্যের আলোকধারা প্রবাহিত করছে।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

"মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ আর কিছু নন। তাঁর আগেও অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছে।"[সূরা আলে-ইমরান: ১৪৪]

তিনি আরো বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"আল্লাহর কাছে ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।"[সূরা আলে-ইমরান: ১৯]

এছাড়াও তিনি বলেন:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

“বল: ‘আমি তো রাসূলদের মাঝে নতুন নই (আমি তো প্রথম রাসূল নই)। আমি জানিও না, আমার ও তোমাদের সাথে কী আচরণ করা হবে। আমার কাছে যে ওহী পাঠানো হয় আমি শুধু তাই মেনে চলি। একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আমি আর কিছু নই।”[সূরা আহক্বাফ: ৯]

পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারী ঈমানদার সবাই ব্যাপক অর্থে মুসলিম ছিলেন। তারা তাদের ইসলামের কারণে জান্নাতে যাবেন। তবে যদি তাদের কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুয়তকাল পেয়ে থাকে তাহলে তাঁকে অনুসরণ করা ছাড়া তাদের থেকে কিছু গ্রহণ হবে না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“যে ব্যক্তি তাওরাত অথবা ইঞ্জিলের অপরিবর্তিত এবং অ-রহিত শরীয়তের অনুসারী সে দ্বীন ইসলামের উপরই আছে। যেমন: যারা ঈসা আলাইহিস সালামের আগমনের পূর্বে তাওরাতের অপরিবর্তিত শরীয়তের অনুসারী ছিল এবং যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে ইঞ্জিলের অপরিবর্তিত শরীয়তের অনুসারী ছিল।”[সমাপ্ত][মাজমুউল ফাতাওয়া (২৭/৩৭০)]

আল্লাহ যেহেতু আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তার কাছে ধর্ম হচ্ছে: ইসলাম, আর প্রত্যেক রাসূল তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে তাওহীদের দাওয়াত তথা ইসলাম নিয়ে এসেছেন, সেহেতু আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে আল্লাহ তার বান্দাদের যে ধর্ম অবলম্বন করার প্রতি সন্তুষ্ট তা হচ্ছে ইসলাম। অর্থাৎ তাওহীদের আকীদা, যা ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ এবং সত্য, ন্যায় ও সচ্চরিত্রের মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সেই ধর্ম যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন আদম আলাইহিস সালাম এবং এই ধর্ম নিয়েই প্রেরিত হয়েছেন সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

“আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তাকে এই ওহী পাঠিয়েছি যে, 'কোন উপাস্য সত্য নয়; আমি ছাড়া'; অতএব, তোমরা আমারই উপাসনা করো।”[সূরা আম্বিয়া: ২৫]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমি দুনিয়া ও আখিরাতে ঈসা ইবনে মারিয়ামের ঘনিষ্ঠতম। নবীগণ একে অন্যের বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু ধর্ম (আকিদা) অভিন্ন।”[হাদীসটি বুখারী (৩৪৪৩) ও মুসলিম (২৩৬৫) বর্ণনা করেন]

হাফেয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘হাদীসটির অর্থ হলো তাদের ধর্মের মূলভিত্তি অভিন্ন। আর সেটি হলো তাওহীদ

(একত্ববাদ), যদিও তাদের শরীয়তগুলোর শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন।'[সমাপ্ত][ফাতহুল বারী (৬/৪৮৯)]

ড. উমর আল-আশক্বার হাফিযাহুল্লাহ বলেন:

"কুরআনীয় ব্যবহারে 'ইসলাম' বিশেষ কোনো ধর্মের নাম নয়। বরং এটি ঐ সাধারণ ধর্মের নাম যার দিকে সকল নবী দাওয়াত দিয়েছেন। নূহ তার সম্প্রদায়কে বলেছেন:

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি।"[সূরা ইউনুস: ৭২]

ইসলাম হচ্ছে ঐ ধর্ম যা গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ নবীদের পিতা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

"যখন তার প্রভু তাকে বললেন: তুমি 'ইসলাম গ্রহণ করো' তখন সে বলল: আমি জগতসমূহের প্রভুর প্রতি ইসলাম (আত্মসমর্পণ) গ্রহণ করেছি।"[সূরা বাকারা: ১৩১]

ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও ইয়াকূব আলাইহিস সালাম প্রত্যেকে নিজ নিজ সন্তানদেরকে এই ধর্মের দিকে আহ্বান করে বলেন:

فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"অতএব তোমরা মুসলিম থাকা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না।"[সূরা বাকারা: ১৩২]

ইয়াকূব আলাইহিস সালামের সন্তানরা তার বাবাকে এই বলে উত্তর দেন:

نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

"আমরা আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য তথা এক উপাস্যের ইবাদত করব। আর আমরা তার প্রতি মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী)।"[সূরা বাকারা: ১৩৩]

মুসা আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে বলেন:

يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ

“হে আমার সম্প্রদায়! তোমোদরে যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকে তাহলে তার উপর ভরসা করো, যদি তোমার (আল্লাহর ইচ্ছার কাছে) মুসলমি হও।”[সূরা ইউনুস: ৮৪]

হাওয়ারীরা ঈসা আলাইহসি সালামকে বলছেলিনে:

آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

“আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনছে। আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমি।”[সূরা আলে-ইমরান: ৫২]

আহলে-কতিাবরে একটি দল যখন কুরআন শুনতে পলে তখন এভাবে বলছেলি:

قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ

“আমরা এর প্রতি ঈমান এনছে। নশ্চিয় এটা আমাদরে প্রভুর কাছ থকেে আগত সত্য। আমরা এর আগওে মুসলমি (আত্মসমর্পণকারী) ছলিাম।”[সূরা কাসাস: ৫৩]

তাই ইসলাম একটি সাধারণ অভধিা। ইতহিাসরে প্রাচীন যুগ থকেে শুরু করে মুহাম্মাদী নবুয়তরে যুগ পর্যন্ত নবীরা ও তাঁদরে অনুসারীদরে বচনে যার পুনরাবৃত্তি হয়ছে।”[সমাপ্ত][আর-রুসুল ওয়ার-রসিালাত: (পৃ. ২৪৩)]

কন্তিু পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদরে শরীয়ত তথা ফকিহী বধিি-বধিান রাসূলদরে নতো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে নবুয়তরে মাধ্যমে রহতি করা হয়ছে এবং পরবির্তন করা হয়ছে। আল্লাহ তাঁকে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত (আইন) দয়িছেনে যা সকল যুগ ও স্থানরে জন্য উপযুক্ত। তনিি সকল মানুষকে এই শরীয়ত অনুসরণ করার এবং তারা পূর্ববর্তী রাসূলদরে যে শরীয়তরে অনুসরণ করত সগেুলো পরত্যিাগ করার নর্দিশে দয়িছেনে।

বরং আলমেরা মনে করনে যে পূর্ববর্তী রাসূলদরে শরীয়তগুলো খুঁটনিাটি কছিু বষিয় রহতি করা হয়ছে। কন্তিু শরীয়তগুলোর সার্বকি, মৌলকি ও সামগ্রকি বষিয়গুলো এক ও অভন্নি।

শাতবিী রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

‘মূলনীতগিুলো তথা আবশ্যকীয়, প্রয়োজনীয় ও উত্তম বষিয়াবলীর মধ্যে রহতিকরণ ঘটনে। বরং রহতিকরণ ঘটছে কবেল শাখাগত বষিয়াবলীর মধ্যে। এটি আরোহী দললিরে মাধ্যমে প্রমাণতি। ... বরং উসূলবদিরা দাবি করনে যে, আবশ্যকীয় বষিয়গুলো সকল শরীয়তে ববিচেয। ... একই কথা প্রয়োজনীয় ও উত্তম বষিয়গুলোর ক্ষত্রেে প্রযোজ্য হওয়ার দাবি রাখে। আল্লাহ তায়ালা বলনে:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

“তনিি তোমোদরে জন্য সইে ধর্ম (একত্ববাদ) বধিবিদ্ধ করছেনে যার আদশে দয়িছেলিনে নূহকে, যা আমি তোমোদরে কাছে নাযলি করছেি এবং যার আদশে দয়িছেলিাম ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকওে; এই বলে যে, “তোমেরা ধর্ম (একত্ববাদ) প্রতষ্ঠিতি করো এবং এক্ষত্রেে দলাদলি করো না।”[সূরা শূরা: ১৩]

তনিি আরো বলনে:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

“অতএব, তুমি ধর্যৈধারণ করো, যভোবে ধর্যৈধারণ করছেলিনে দৃঢ়-প্রতজ্ঞি রাসূলগণ।”[সূরা আহকাফ: ৩৫]

অনকে নবীর নাম উল্লখে করার পর আল্লাহ বলনে:

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

“তাদরেকে আল্লাহ সুপথগামী করছেনে; অতএব, তুমি তাদরে পথই অনুসরণ করো।”[সূরা আন’আম: ৯০]

আল্লাহ তায়ালা বলনে:

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ

“তারা কীভাবে বচিাররে জন্য আপনার কাছে আসে অথচ তাদরে কাছে তাওরাত রয়ছে, যার মধ্যে আল্লাহর বধিান রয়ছে?”[সূরা মায়দো: ৪৩][সমাপ্ত][আল-মুওয়াফাক্বাত: (৩/৩৬৫)]

ড. উমর আল-আশক্বার বলনে:

‘শরীয়তগুলো পর্যবক্ষেণকারী লক্ষ্য করবনে য, মূল মাসয়ালাগুলোর ক্ষত্রেে সবগুলো শরয়িত অভন্নি। ইতঃপূর্বে সইে উদ্ধৃতগিুলো উল্লখে করা হয়ছে যগেুলো পূর্ববর্তী উম্মতদরে উপর আল্লাহ কর্তৃক নামায, যাকাত, হজ্জ ও হালাল খাবার গ্রহণ প্রভৃতি বধিান আরোপরে আলোচনা কর। শরয়িতগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়ছে কছিু খুঁটনিাটি বষিয়রে ক্ষত্রেে। যমেন: নামাযরে সংখ্যা, নামাযরে শর্তাবলি, নামাযরে আরকান, যাকাতরে পরমিাণ, হজ্জরে স্থান প্রভৃতি বষিয় এক শরীয়ত থকেে অন্য শরীয়তে ভন্নি। আল্লাহ কোন গূঢ় রহস্যরে (হকেমতরে) কারণে একটি বষিয় কোনো এক শরীয়তে হালাল করনে; আবার অন্য কোন গূঢ় রহস্যরে কারণে অন্য শরীয়তে সটোকে হারাম করনে।’[‘আর-রুসুল ওয়ার-রসিালাত’ (পৃ. ২৫০) থকেে সমাপ্ত]

এখানে য বষিয়টি তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ সটেি হলো: মহান ইসলাম সকল নবীর ধর্ম। এর প্রকাশ ঘটছেে আমাদরে পতিা

আদম আলাইহসি সালামরে নবুয়তী যামানা থকেইে। প্রত্যকে রাসূলরে বার্তা ছলি ইসলামরে দকিে আহ্বান করা, ইসলামরে আকীদা, মৌলকি বধিি-বধিান তথা নামায, রোজা, যাকাত ও হজ্জরে দকিে দাওয়াত দয়ো। এ সবগুলোই পূর্ববর্তী উম্মতগণরে কাছে ছলি। আল্লাহ তাঁর নবী ইসমাঈল আলাইহসি সালামরে ব্যাপারে বলনে:

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

“সে তার পরবিার-পরজিনকে নামায ও যাকাতরে নর্দিশে দতি। সে ছলি তার রবরে কাছে পছন্দনীয়।”[সূরা মারইয়াম: ৫৫]

পূর্ববর্তী উম্মতদরে জন্য রোযার বধিান আরোপ করার দলীল হলো আল্লাহর বাণী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদরে উপর রোযা ফরয করা হয়ছে যমেনভাবে তোমাদরে পূর্ববর্তীদরে উপরও তা ফরয করা হয়ছেলি; যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।”[সূরা বাকারা: ১৮৩]

আর হজ্জ আমাদরে নতো ইব্রাহীম আলাইহসি সালামরে সময় থকেইে বদ্যিমান। মহান আল্লাহ বলনে:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“আর আপনি মানুষরে মাঝে হজ্জরে ঘোষণা দনি; তখন তারা আপনার কাছে আসবে পায়ে হঁটেে ও প্রতটিি শীর্ণকায় বাহনরে পঠিে চড়ে, তারা আসবে প্রতটিি গভীর গরিপিথ (দূর-দূরান্ত থকেে) থকেে।”[সূরা হজ্জ: ২৭]

আর কছিু বধিি-বধিানরে ক্ষত্রেে বা খুঁটনিাটি বষিয়রে ক্ষত্রেে যে ব্যতক্রিম সটো ছলি সংশ্লষ্টি সময়ে বান্দাদরে কাছ থকেে আল্লাহর চাওয়া অনুযায়ী। যহেতেু শরীয়তগুলো ছলি একটি নর্দিষ্টি সময়রে জন্য নর্ধিারতি; সংশ্লষ্টি যুগোপযোগী ও মানুষরে কল্যাণরে উপযোগী।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।